বিশ্বের ক্ষমতাবান ২৫ নারী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী 'ফোরবস' ম্যাগাজিন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে বিশ্বের ক্ষমতাবান ১০০ নারীর তালিকা। দেশ এবং দেশের গন্ডির বাইরে প্রভাব বিস্তারকারী নারীদের নাম স্থান পেয়েছে এই তালিকায়। তালিকার অধিকাংশ নারীই আমেরিকান। তবে এশিয়ার নারীরাও পিছিয়ে নেই। এখানে ২৫ জনের কথা বলা হলো। এর মধ্যে ১৫ জনই আমেরিকান। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিজা রাইস আছেন তালিকার ১ নম্বরে। এশিয়ার আছেন ৬ জন। চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী উ য়ি আছেন দ্বিতীয় অবস্থানে। বাংলাদেশের নামও আছে। ফোরবসের দৃষ্টিতে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বের ১৪তম ক্ষমতাধর নারী। তাঁর অবস্থান মার্গারেট থ্যাচার, রানী এলিজাবেথ এবং মার্কিন সেকেন্ড লেডি লিন চেনিরও ওপরে... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

১ কন্ডোলিজা রাইস

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বুশ প্রশাসন
বয়স : ৪৯। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ারের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা তিনি। তার পরামর্শেই যুদ্ধ হয়েছে আফগানিস্তান এবং ইরাকে। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রবক্তা তিনি। হোয়াইট হাউসে বুশের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মকর্তা। ফোরবস ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে কন্ডোলিজা রাইস তাই বিশ্বের ১ নং ক্ষমতাধর নারী। ছেলেবেলায় বর্ণবৈষম্যের মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠা কন্ডোলিজা কাজ করেছেন সিনিয়র বুশ এবং রিগ্যান প্রশাসনেও। মধ্যবয়সী এই কৃষ্ণাঙ্গ নারী প্রথম জীবনে ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

২ উ য়ি

উপ-প্রধানমন্ত্রী; সাবেক মেয়র, বেইজিং
বয়স : ৬৫। দেশ : চীন

'লৌহমানবী' নামে সুপরিচিত উ য়ি চীনের সবচেয়ে ক্ষমতাবান নারী। তিনি একাধারে উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী। চীনা পলিটব্যুরোর সর্বোচ্চ পদাধিকারী নারী। বেইজিংয়ের সাবেক মেয়র। চীনের রাজনীতিতে উদীয়মান নক্ষত্র। ১৯৯৯ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ৫টি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরে সহায়তা করে উ য়ি প্রথম সবার নজর কাড়েন। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় বেইজিংয়ের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও উ য়ি ভূমিকা রেখেছেন। অথচ অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, তিনি কখনো রাজনীতিতে আসতে চাননি। হতে চেয়েছিলেন একজন উদ্যোক্তা।

৩ সোনিয়া গান্ধী

প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস পার্টি
বয়স : ৫৭। দেশ : ভারত

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের অন্যতম আলোচিত নারী সোনিয়া গান্ধী। এ বছর মে মাসে সোনিয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে সোনিয়া রীতিমতো আলোড়ন তোলেন। এতটা পরিণত একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন সে সময় অনেকেই তা ভাবতে পারেননি। সোনিয়ার একক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শিখ অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিং। ফোরবসের মতে, এর ফলে সোনিয়া সরকারের দোষ-ত্রুটির দায়িত্বের ঊর্ধ্বে থেকেই দেশ সেবা করতে পারছেন।

৪ লরা বুশ

মার্কিন ফার্স্ট লেডি
বয়স : ৫৭। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

ফোরবসের মতে, হোয়াইট হাউসের পর্দার আড়ালে থাকা অন্যতম কুশীলব লরা বুশ। প্রেসিডেন্ট বুশ প্রায়ই বলে থাকেন লরা হচ্ছে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক। হোয়াইট হাউসে আসার পেছনে কৃতিত্বও তার। এ জন্যই দেখা যায়, টিভি-পত্রিকার সাংবাদিকরা উপলক্ষ পেলেই লরার বক্তব্য নিতে তাকে ছেঁকে ধরে। আসছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী কেরি বিজয়ী হলে আজকে লরার স্থানটি হয়তো চলে যাবে তেরিজা হেইঞ্জ-কেরির দখলে।

৫ হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন

মার্কিন সিনেটর (নিউইয়র্ক)
বয়স : ৫৬। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

হিলারি ক্লিনটন মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত নারী। তিনিই প্রথম ফার্স্ট লেডি যিনি সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত সিনেট কমিটিতে প্রথম নিউইয়র্ক সিনেটরও তিনি। স্বামী বিল ক্লিনটনের নারী কেলেঙ্কারির পরও হিলারির জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। অনেকেই মনে করেন, হিলারি হতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা রাষ্ট্র প্রধান।

৬ সান্দ্রা ডে ও'কনর

বিচারপতি, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট
বয়স : ৭৪। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

সান্দ্রা মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি উইলিয়াম এইচ রেনকুইস্ট এবং কোর্টের রক্ষণশীল অংশের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাস্তববাদী, মধ্যপন্থি এবং যুক্তিবাদী হিসেবে।

৮ মেঘবতী সুকর্নপুত্রী

প্রেসিডেন্ট, ইন্দোনেশিয়া
বয়স : ৬৭। দেশ : ইন্দোনেশিয়া

২০০১ সালের আবদুর রহমান ওয়াহিদ অভিশংসিত হবার পর ক্ষমতায় আসেন মেঘবতী। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম এই দেশটির সে সময় ত্রিশঙ্কু অবস্থা। নাজুক অর্থনীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিম বিরোধী তৎপরতা- সবকিছু সামাল দিতে হয়েছে 'মেগা'কে (ডাকনাম)। সম্প্রতি পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

৭ রুথ বাডের গিন্সবার্গ

বিচারপতি, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট
বয়স : ৭১। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

ক্লিনটন আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত রুথ ছিলেন আমেরিকার নাগরিক অধিকার ইউনিয়নের সাবেক উপদেষ্টা এবং আইনের শিক্ষক। এই বর্ষীয়ান বিচারপতি কোর্টের গত সেশন কাটিয়েছেন বুশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে। ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় চেনি বনাম ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মামলা এবং হামদি বনাম রামসফেল্ডের মামলায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে ভোট দিয়েছিলেন। হামদির মামলাতে কোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সে দেশের কোনো নাগরিককে শত্রুযোদ্ধা ঘোষণার ক্ষমতা দেয়।

৯ গ্লোরিয়া ম্যাকাপাগাল আরোয়ো

প্রেসিডেন্ট, ফিলিপাইন
বয়স : ৫৭। দেশ : ফিলিপাইন

২০০১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার আগে থেকেই আরোয়ো দেশটির অন্যতম ক্ষমতাধর নারী। ১৯৯৫ সালে তিনি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সিনেটে পুনঃনির্বাচিত হন। এর পরপরই ১ কোটি ৩০ লাখ ভোটে নির্বাচিত হন উপ-রাষ্ট্রপতি। ২০০১ সালে দেশের ১৪তম এবং ২য় মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। এ বছর তিনি প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন।

১০ কার্লটন 'কার্লি' এস, ফিওরিনা

চেয়ারপার্সন ও প্রধান নির্বাহী, হিউলেট-প্যাকার্ড
বয়স : ৪৯। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

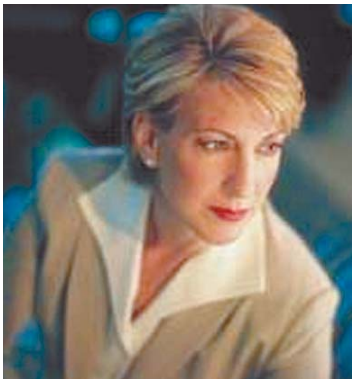

বিশ্বের অন্যতম নামী কম্পিউটার ব্রান্ড হিউলেট-প্যাকার্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফিওরিনা '৯৯ সাল থেকে। ইতিপূর্বে এটিএন্ডটি এবং লুসেন্টে কাজ করেছেন দুই যুগ। এইচপির চেয়ারপার্সন হবার পর প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্জীবন দেন ফিওরিনা। ২০০১ সালে অনেক যুদ্ধের পর একীভূত হন কমপ্যাকের সঙ্গে। আইবিএমের মতো টেক-জায়ান্টকে পরাস্ত করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন ফিওরিনা। নিজেকে পরিণত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শক্তিশালী নারী ব্যবসায়ীতে। তিনি নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের একজন বোর্ড মেম্বার।

১১ ন্যান্সি পিলোসি

সংখ্যালঘু দলের নেতা, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ
বয়স : ৬৪। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

ন্যান্সি কংগ্রেসে দীর্ঘদিনের সানফ্রান্সিসকোর প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু ডেমোক্রেট দলের নেতা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্পটলাইট ঘুরে যাচ্ছে ন্যান্সির দিকে। বুশের বিরুদ্ধে ডেমোক্রেট দলের সমন্বয় করছেন তিনি। কিন্তু সানফ্রান্সিসকোর ভোটাররা যেভাবে ক্রমেই রিপাবলিকানদের প্রেমে মজছে তাতে এই আসনে ডেমোক্রেটদের জেতানো ন্যান্সির জন্য কঠিন হবে নিঃসন্দেহে।

১২ শেরি বুথ ব্লেয়ার

ফার্স্ট লেডি, যুক্তরাজ্য

বয়স : ৪৯। দেশ : যুক্তরাজ্য

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও শেরি স্বনামখ্যাত আইনজীবী। লন্ডনের মেট্রিক্স চেম্বার্স ল' ফার্মের সদস্য হিসেবে তিনি রানীর উপদেষ্টা। শেরি মানবাধিকার এবং নিয়োগ আইনে বিশেষজ্ঞ। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা হিসেবে ব্রিটেনের রাজনীতিতে তিনি প্রভাব বিস্তার করছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৩ রানিয়া আল-আবদুল্লাহ

রানী, জর্ডান

বয়স : ৩৪। দেশ : জর্ডান

সমাজসেবা এবং সাধারণ জীবনযাত্রা রানী রানিয়াকে প্রিন্স ডায়ানার মতো বিখ্যাত নারীদের কাতারে নিয়ে গেছে। রানিয়া দরিদ্রদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে। ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত রানিয়া শিশু নিপীড়নের মতো জর্ডানি সমাজে আলোচনা নিষিদ্ধ অনেক ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছেন। উপরন্তু নারী ব্যবসায়ীদের সহায়তা করার জন্য একটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থারও নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

১৪ বেগম খালেদা জিয়া

প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ

বয়স : ৫৮। দেশ : বাংলাদেশ

ক্ষমতাবান নারীদের তালিকায় ১৪ নম্বরে এসেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নাম। ফোরবস ম্যাগাজিনের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটির ক্ষমতার লাগাম দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়ার হাতে। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ২০০১ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন। আততায়ীর হাতে নিহত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক, প্রেসিডেন্ট (ফোরবস ম্যাগাজিন লিখেছে প্রধানমন্ত্রী) জিয়াউর রহমানের স্ত্রী; যিনি প্রয়াত স্বামীর গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের' নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এক সময়ের লাজুক এবং নিজেকে গুটিয়ে রাখা খালেদা দেশের শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষত মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

১৫ আবিগেইল জনসন

প্রেসিডেন্ট, ফিডেলটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ

বয়স : ৪১। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

বোস্টনভিত্তিক ইনভেস্টমেন্ট জায়ান্ট 'ফিডেলটি'র নেতৃত্বে থাকা জনসন একজন বিলিয়নিয়ার। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সর্বাধিক পরিমাণ অবসর তহবিল এবং স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের ব্যাপারটি দেখাশোনা করেন। পিতা এডওয়ার্ড অবসর নিলে জনসনই হবেন কোম্পানির চেয়ারম্যান।

১৬ সুজান আর্নল্ড

ভাইস চেয়ারপার্সন; গ্লোবাল বিউটি কেয়ার, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল

বয়স : ৫০।

দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

এ বছর মে মাসে বিশ্বের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্রান্ড 'প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের' প্রসাধন শাখার দায়িত্ব পান সুজান। এটি বিশ্বের আকর্ষণীয় পদগুলোর একটি। 'পিএন্ডজি'তে ২৪ বছর ধরে কাজ করছেন সুজান। কোম্পানির এতো উঁচু পদে এর আগে কোনো নারী নিয়োগ পায়নি। এছাড়া গুডইয়ার টায়ার কোম্পানি, রিফ্লেক্ট ডট কম এবং সিনসিনাটি জু'র পরিচালনা পর্ষদেরও সদস্য তিনি।

১৭ ক্রিস্টিন পুন

চেয়ারপার্সন (বিশ্বব্যাপী); ওষুধ এবং পুষ্টি বিভাগ, জনসন অ্যান্ড জনসন

বয়স : ৫১। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

ওষুধ প্রস্তুতকারী এই জায়ান্ট কোম্পানির চেয়ারপার্সন হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা দেখাশোনা করেন পুন। কোম্পানির লাভের একটা বড় অংশ আসে এই ওষুধ বিভাগ থেকে। জীববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং এমবিএ ডিগ্রিধারী পুন ব্রিস্টল-মায়ার্সে কাজ করেছেন ১৫ বছর। এ ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিনস এবং মেডিকেল ডিভাইসের প্রেসিডেন্ট পদেও ছিলেন।

১৮ ক্যারেন হিউজেস

সাবেক উপদেষ্টা, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ
বয়স : ৪৮। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

ক্যারেন প্রেসিডেন্ট বুশের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ১৯৯৪ সালে টেক্সাসের গভর্নর থাকাকালীন বুশ তাকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। প্রেসিডেন্ট হবার পর পুনরায় উপদেষ্টা হন। ২০০২ সালে ক্যারেন হোয়াইট হাউস ছেড়ে টেক্সাসে পরিবারের কাছে চলে যান। ২০০৪ সালে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ক্যারেন বুশের জনসংযোগ পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

১৯ মারজোরি ম্যাগনার

চেয়ারপার্সন এবং প্রধান নির্বাহী, গ্লোবাল কনজ্যুমার গ্রুপ, সিটি গ্রুপ
বয়স : ৫৫। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একীভূত করার সাফল্যের কারণে সিটি গ্রুপ মারজোরিকে কোম্পানির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছে। চেয়ারপার্সন এবং প্রধান নির্বাহী হিসেবে মারজোরি এই ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের রিটেইল ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড এবং কনজ্যুমার ফিন্যান্স দেখাশোনা করেন। এ ছাড়া তিনি বেশ কিছু ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

২০ অ্যান এস. মুর

চেয়ারপার্সন এবং প্রধান নির্বাহী; টাইম ইনকর্পোরেশন
বয়স : ৬০।
দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ম্যাগাজিন সাম্রাজ্যের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী হিসেবে অ্যান মুরের ক্ষমতা অসীম। ২০০২ সালে তিনি ম্যাগাজিনের প্রধান নির্বাহী হওয়ার আগে অনেকগুলো বিভাগে কাজ করেছেন। এ ছাড়াও টিন পিপল, পিপল এন এসপানল এবং ইন স্টাইলের মতো সফল ম্যাগাজিনগুলোর পেছনেও মুরের অবদান রয়েছে। ২০০৩ সালে তিনি এওএল-টাইম ওয়ার্নার প্রদত্ত 'সিভিক লিডারশিপ' পুরস্কার লাভ করেন।

মার্গারেট থ্যাচার ২১

সাবেক প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাজ্য
বয়স : ৭৯। দেশ : যুক্তরাজ্য

থ্যাচার ইউরোপীয় কোনো দেশের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৭৯-৯০ পর্যন্ত। ১৮২৭ সালের পর সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনের 'লৌহমানব' নামে সুপরিচিত থ্যাচার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সঙ্গে যৌথভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন ঘটান এবং বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা চালু করেন।

২২ দ্বিতীয় এলিজাবেথ

রানী, যুক্তরাজ্য
বয়স : ৭৮। দেশ : যুক্তরাজ্য

ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ গত ৫০ বছর ধরে অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ আধিপত্য হ্রাস পাওয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভেতরে দেশটির ক্রমশ ঢুকে যাওয়া, পারিবারিক স্ক্যান্ডাল ইত্যাদি অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। এতোসব সমস্যার মধ্যেও রানী এলিজাবেথ টলেননি। অনেক ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কটে তিনি শক্ত হাতে দেশকে পরিচালনা করেছেন। রানী ব্রিটিশদের নয়নমণি শুধু ঋজু ব্যক্তিত্বের কারণে নয়, ফ্যাশন সচেতনতার জন্যও বটে।

২৩ লিন চেনি

সেকেন্ড লেডি, যুক্তরাষ্ট্র
বয়স : ৬৩। দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

বুশ প্রশাসনের অন্যতম পাওয়ার হাউস ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির স্ত্রী লিন চেনিও আছেন ফোরবসের তালিকায়। ম্যাগাজিনটি তাকে চিহ্নিত করেছে স্পষ্টবাদী, দুর্বিনীত এবং দারুণ বুদ্ধিমতী হিসেবে। ডক্টরেট ডিগ্রিধারী লিন সাতটি বইয়ের লেখক অথবা সহলেখক। এরমধ্যে আছে নারী ইতিহাস এবং শিশুতোষ বই। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নারীদের অবদান বিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থ 'এ ইজ ফর অ্যাবিগাইল : অ্যান অ্যালমানাক অব অ্যামেজিং আমেরিকান উইমেন।'

হো চিং ২৪

প্রধান নির্বাহী এবং নির্বাহী পরিচালক, তেমাসেক হোল্ডিং
বয়স : ৫১। দেশ : সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের জাতীয় ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী হিসেবে হো চিং ৫২০০ কোটি ডলারের তহবিল দেখাশোনা করেন। এই সরকারি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানটি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স, সিঙ টেল এবং নেপচুন ওরিয়েন্ট ক্রুজ লাইনের মতো কোম্পানির শেয়ারের মালিক। হো চিং-এর আরেকটি পরিচয় আছে। তিনি দেশটির ফার্স্ট লেডি। স্বামী লী হিসেন লুঙ সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

২৫ বারবারা ওয়াল্টার্স

প্রতিবেদক এবং উপস্থাপক, এবিসি'র ২০/২০
বয়স : ৭৪; দেশ : যুক্তরাষ্ট্র

বারবারা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম পরিচিত টিভি মুখ। ১৯৭৬-এ তিনি এবিসি টেলিভিশনে কাজ শুরু করেন এবং প্রথম নারী হিসেবে নেটওয়ার্ক নিউজের সহ-উপস্থাপক হয়ে খ্যাতি লাভ করেন। এর আগে ১৫ বছর কাজ করেছেন 'দ্য টুডে শো'তে। তিনি এবিসি'র জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ২০/২০-এর উপস্থাপক।